নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

৪৮ বর্ষ ৮ সংখ্যা ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, সোমবার, ১১ ফাল্গুন, ১৪৩১

শহিদ প্রদীপ তা ও কমল গায়েন-কে স্মরণ করলেন বর্ধমানের মানুষ

vivo Y100A
Mirzapur West Bengal 22-Feb-2025, 16:31

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারি : শহিদ প্রদীপ তা এবং কমল গায়েন-কে স্মরণ করলেন বর্ধমান সদর ও সন্নিকট অঞ্চলের মানুষ। সি.পি.আই.(এম) বর্ধমান সদর-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে আজ দেওয়ানদিঘির শহিদ স্মৃতি ভবনে এই স্মরণসভা আয়োজিত হয়। শহিদদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান সদর এলাকার সিপিআই(এম)-এর প্রবীণ নেতা দেবু রায়। সভায় বক্তব্য রাখেন শহিদ প্রদীপ তা-এর কন্যা পৃথা তা, মৃণাল কর্মকার ও প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সুকান্ত কোঙার। উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ নেতা অরিন্দম কোঙার, গণেশ চৌধুরী, চিত্রলেখা তা ও শহিদ পরিবারের পরিজনরা। শহিদ প্রদীপ তা-এর মা ছায়ারাণী তা-এর পক্ষে 'গণশক্তি' তহবিলের জন্য ১০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয় অরিন্দম কোঙার-এর হাতে। সঙ্গীত পরিবেশন করেন পারমিতা নন্দী।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

অমর ২১ শে ফেব্রুয়ারী
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো ২১ ফেব্রুয়ারি'-কে স্মরণ করলেন সর্বস্তরের মানুষ। জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে মাতৃভাষা দিবস পালিত হয় সিধু-কানু মূর্তির প্রাঙ্গণে। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ এবং জনবাদী লেখক সংঘের উদ্যোগে বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে গান ও কবিতা এবং কথায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। ভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মানব বন্দ্যোপাধ্যায়। শহরে কবি শিল্পী সাহিত্যিকরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এক মনোজ্ঞ সন্ধ্যার উপহার দেন। এবিটিএ পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে ভাষা দিবস নিয়ে এক আলোচনাসভা হয়। আলোচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুকৃতি ঘোষাল। নানান অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, রায়না-১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। খণ্ডঘোষে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের উদ্যোগে খণ্ডঘোষে এক অনুরূপ অনুষ্ঠান হয়। আলোচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষক তন্ময় চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ মেমারি-১ আঞ্চলিক কমিটি অনুরূপভাবে ভাষা শহিদ দিবস পালিত হয়। ভাতারেও বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ ভাষা শহিদ দিবস পালন করে।

বসে আঁকো ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, স্থানীয় কবিদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি, সমবেত সংগীত, নৃত্যের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয় কালনায়। ভারতীয় গণনাট্য ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের কালনা শহর কমিটির যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় কালনা মহিষমর্দিনীতলা গঙ্গার ঘাট পার্কে। মাতৃভাষা দিবস-কে স্মরণ করলেন গুসকরা শহরের মানুষ। বঙ্গীয় স্বাক্ষরতা প্রসার সমিতি, ও ছাত্র যুব মহিলাদের উদ্যোগে গুসকরা শান্তিপুর শিরীষতলায় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন শিক্ষিকা বাণী সামন্ত।

আজকের সময়ের প্রেক্ষিতে ভাষা দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন পরেশ মণ্ডল। ২২ ফেব্রুয়ারি বিকেলে পানাগড় গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতল সভাঘরে গানে কথায় এই মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ কাঁকসা আঞ্চলিক কমিটি।

প্রদীপ-কমল স্মরণে যুবদের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা : শহীদ প্রদীপ তা ও কমল গায়েন স্মরণে এবারও ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো দেওয়ানদিঘিতে। রক্তদান শিবিরে ৬ জন যুবতী সহ ৪৪ জন রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরের শুরুতে দুই বীর শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন যুব সংগঠনের জেলা সম্পাদক শুভাশিষ মিত্র। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন পৃথা তা।

রেডবুকস্ ডে পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ ফেব্রুয়ারি : কমিউনিস্ট ইস্তেহার প্রকাশনা ১৭৭ বর্ষ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ও বিশ্বপ্রকাশনা সংস্থারগুলো উদ্যোগ পালিত হচ্ছে রেড বুকস্ ডে। আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় মাতৃভাষা দিবস ও রেড বুকস্ ডে পালিত হয়েছে সিপিআই(এম) ও তার গণসংগঠনগুলির উদ্যোগে। ছাত্র-যুব মহিলা সংগঠনের বর্ধমান শহর কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন প্রগতিশীল পুস্তক নিয়ে বাদামতলার কাছে বুক স্টল করা হয়। সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-২ এরিয়া কমিটি কমিউনিস্ট ইস্তেহার পাঠের মধ্যে দিয়ে রেডবুকস ডে পালন করে।

পাঠ করেন বুদ্ধদেব মণ্ডল। সভায় সভাপতিত্ব করেন বশীর কায়নাত। বর্ধমান শহর-৪ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বিপ্লবী ভগৎ সিং রচিত পুস্তক বই 'কেন আমি নাস্তিক'-এর দৃশ্য-শ্রাব্য প্রদর্শনী হয়। কমিউনিস্ট ইস্তাহারের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক দীপঙ্কর দে। বর্ধমান শহর-৩ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে ভ্রাম্যমান পুস্তক প্রদর্শনীর মাধ্যমে রেড বুকস্ ডে পালন করা হয়। জেলার অন্যত্রও রেড বুকস্ ডে পালিত হয়েছে।

পুকুর সংস্কারের সময় বিষ্ণু মূর্তি উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : পুকুর সংস্কার করার সময় উদ্ধার হয় একটি পাথরের প্রাচীন বিষ্ণু মূর্তি। স্থানীয় মানুষজন পূজো আর্চা শুরু করে দেন। কিন্তু পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মূর্তিটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে মেমারি দুই ব্লকের সাতগাছিয়াতে। প্রায় চার ফুট উচ্চতার পাথরের মূর্তিটি উদ্ধারের খবর ছড়াতেই ঘটনাস্থলে মানুষের ঢল নামে। খবর পৌঁছে যায় স্থানীয় সাতগাছিয়া পুলিশ ফাঁড়িতেও। দ্রুততার সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মূর্তিটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

সিপিআই(এম) রাজ্য সম্মেলন, পতাকা উত্তোলন শাখায়-শাখায়

CPI(M) ২৭তম
রাজ্য
সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ২২ ফেব্রুয়ারি : সিপিআই(এম) ২৭তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে জেলার প্রতিটি শাখায় পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদীতে মাল্যদানের কর্মসূচি পালন করা হয়। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় পতাকা উত্তোলন হয়। গলসী ২নং এরিয়া কমিটির খানো শাখায় লাল পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সিপিআই(এম) কর্মী গোপাল দাস।

জলের পাইপ বসাতে গিয়ে গ্যাসের সন্ধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২২ ফেব্রুয়ারি : সোলার সিস্টেমের একটি পানীয় জলপ্রকল্পের পাইপ বসাতে গিয়ে মাটির নিচে থেকে বুদবুদ আকারে বেরিয়ে এলো গ্যাস। আর সেই গ্যাসে আগুন সংযোগ করতে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে পাইপের চারিদিক। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্বস্থলী-১ ব্লকের সমুদ্রগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণবাটি গ্রামে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আড়াইশো ফুট বোরিং করেও মাটির নিচে জলের স্তরের সন্ধান মেলেনি। তাই বাধ্য হয়ে মিস্ত্রিরা পাইপ উপর দিকে তুলতে শুরু করে। ১০০ ফুট পাইপ তুলে ফেলার পর বুদবুদ আকারে মাটির নিচ থেকে গ্যাস উঠতে থাকে। তাতে আগুন দেওয়া মাত্রই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। অতি দ্রুততার সঙ্গে মাটি দিয়ে পাইপের চারিদিক ঢেকে দিয়ে গ্যাস ওঠা বন্ধ করা হয়। তারপরেই প্রশাসন খবর পেয়ে সেখানে একটি দমকল বাহিনী ও স্থানীয় নাদনঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে চলে আসে। সেই থেকে নিরাপত্তাজনিত কারণে এলাকা পাহারা দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন থেকে ওএনজিসিকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে বলে জানা গেছে।

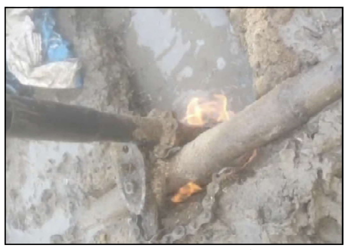

শিলাবৃষ্টিতে জামালপুরের আলু ও সবজি চাষিদের কপালে হাত

কিশোর মাকর, বর্ধমান ২৩ ফেব্রুয়ারি : চাষিদের ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে প্রবাদ বাক্যটি ফলে আসছে, 'কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ'। শিলাবৃষ্টিতে আলু চাষে এবার মাঠ ভর্তি পাকা ফসল নিঃশেষ করে দিল জামালপুর ব্লকের বেরুগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় পাঁচ হাজার বিঘা জমি। আলু ছাড়াও লঙ্কা, ফুলকপি, মুলো প্রভৃতি শিলাবৃষ্টিতে শেষ করে দিয়েছে। ২০ ফেব্রুয়ারির আচমকা শিলাবৃষ্টি এক লহমায় লাখ লাখ টাকার ফসল জলে চলে গেল। এমনই বিষণ্ণ মুখে জানালেন শম্ভুপুরের চাষি কালীপদ পাল। তিনি এবার দশ বিঘা জমি চাষ করেন। ঈশান কোণে দুপুরে কালো মেঘের অন্ধকার যে তাদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে, তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি কালীপদরা। মাত্র কুড়ি মিনিটের শিলাবৃষ্টি তছনছ করে দেয় আলু গাছ। ক্ষেতের ওপর দিয়ে বয়ে যায় জলের প্লাবন। নিমেষের মধ্যে পাকা আলু শিলার ঘা খেয়ে ক্ষত হয়। লকলকে সবুজ গাছ তখন লুটিয়ে পড়েছে। মাঠ থেকে ফিরে কালীপদবাবু তখন হিসেব কষছেন কত টাকা জলে গেল। এবার বিঘা পিছু খরচ হয় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। আর পনের দিন

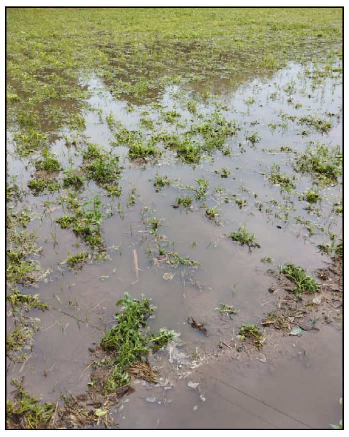

পেরোলেই বিঘা পিছু ১০০ বস্তা কেউ ঠেকাতে পারত না। একই মত ব্যক্ত করলেন বেরুগ্রামের সুফল ডকাল। তিনি ২০ বিঘা চাষ করেছেন। তিনি জানালেন গত আলু চাষে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দুবার চাষ করে লাভের মুখ দেখিনি। এবার তো ফলে ফুলে শেষ করে দিল। এ থেকে বেরোতে গেলে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতেই পাশে বসা সুকুমার ডকাল বলেন, যাঁরা চাষ বোঝেন না তাঁরা চাষ নিয়ে খবর লেখেন, আর যাঁরা চাষ জানেন তারা কেউ সাংবাদিক নয়। তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জানান, শুধুমাত্র বৃষ্টির জলে পাকা আলুর ক্ষতি হতো না। যদি না শিলার আঘাতে আলুর ক্ষত তৈরি না হতো। গাছের গোড়া শিলার আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ফলে জলের তলায় থেকে পচে একটা আলুও পাওয়া যাবে না। তিনি সরকারের ভূমিকা নিয়ে বলতে গিয়ে চারশো বছর আগের কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর একটি কবিতার কথা উল্লেখ করেন, 'সরকার হইলো কাল, কুল ভূমি লিখে লাল, বিনা উপকারে খায় ধুতি, পোদ্দার হইলো যম, টাকায় আড়াই আনা কম' ।

নতুন চিঠি

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

নড়বড়ে চতুর্থ স্তম্ভ

সংবাদমাধ্যমের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হওয়ার ফলে সংবাদ পরিবেশনে গুণমানের অধঃপতন গোটা বিশ্বেই পরিলক্ষিত হচ্ছে, ভারত তার ব্যতিক্রম নয়। এর প্রধান কারণ চালু প্রায় সব সংবাদমাধ্যম বর্তমানে কর্পোরেট মলিকানাধীন। সরকার যেহেতু কর্পোরেট স্বার্থরক্ষা করেই ক্ষমতায় টিকে থাকে, পুঁজির মালিকদের হরেক সুবিধার ব্যবস্থা করে, কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া তাই সরকারকে প্রশ্ন করে না, বরং সরকারি নীতি যত খারাপই হোক তার সাফাই দিতে গলা ফাটায়। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া হলো বিজ্ঞাপন বন্ধের হুমকি, ইডি-সিবিআই ইত্যাদি নিয়ামক সংস্থাকে ব্যবহার করে হয়রানি। মোদীজির আমলে এসব অপকর্মের হাত থেকে এমনকি বিবিসি-র মতো সংস্থাও রেহাই পায়নি। তাই এটা খুব আশ্চর্যের নয় যে ২০২৪-এর প্রেস স্বাধীনতার সূচকে ভারতের স্থান ১৮০ দেশের মধ্যে ১৪৯।

কিন্তু শুকনো তথ্য দিয়ে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বোঝা কঠিন। সংবাদ মাধ্যম প্রহরী না হয়ে স্তাবক হলে গণতন্ত্রের কত বড় ক্ষতি দেশের মানুষ তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে, বেকারি নিয়ে আলোচনা নেই, অথচ কুম্ভস্নানকে গণউন্মাদনায় পরিণত করা হয়েছে। মুখ্য বিষয়কে প্রান্তিক করে তোলার কৌশলে মানুষ ভুলে যাচ্ছে যে বিগত পাঁচ বছরে স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়াম দ্বিগুণ হয়ে গেছে। সরকারি ভাষ্যকে ফলাও করে তুলে ধরতে গিয়ে মিডিয়া কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তা না হলে ১৪ জানুয়ারি প্রয়াগে অবগাহনকারীর সংখ্যা ৩.৫ কোটি বলে প্রচার করা হতো না। কোনো হিসেবেই ওই স্থানে এই সংখ্যার সমাবেশ সম্ভব নয়। সবচেয়ে খারাপ হলো সচেতনভাবে বানানো খবর উত্তেজক করে প্রচার করার ঝোঁক। এর সাম্প্রতিক নজির, মোদীকে হারানোর জন্য ইউএসএইড সূত্রে ২১ মিলিয়ন ডলার অনুদানের আষাঢ়ে গপ্পো। যে অনুদান এদেশে আসেনি, সরকারি ছাড়পত্র ব্যতীত যা আসা সম্ভব নয় তা নিয়ে মোদী-বিরোধীদের তুলোধনা করতে মেতে উঠল গোদি মিডিয়া।

নিজ দায়িত্ব পালনে মিডিয়ার ধারাবাহিক ব্যর্থতা মিডিয়ার ভূমিকাকেই গৌণ করে দিচ্ছে। অথচ একমাত্র মিডিয়াই পারে সরকারকে প্রশ্ন করতে, সঠিক তথ্য তুলে ধরতে। তথ্য সত্য উদঘাটন করে বলেই সঠিক তথ্যে শাসকের এলার্জি সুবিদিত। এদেশে কেন্দ্রের শাসক দল তথ্য গুলিয়ে দিতে ওস্তাদ। তা যদি না হবে, শিল্প শ্রমিক থেকে কৃষিশ্রমিকে পরিণত হওয়াকে বেকারি কমার হিসেবে দেখানো হতো না। আরো যেটা ভয়ঙ্কর, সরকার বর্তমানে সঠিক তথ্য হাপিস করতে তৎপর হয়েছে। জিএসটি বাবদ সরকারের আয় কত এই সাধারণ তথ্যও মানুষ যাতে জানতে না পারে তার সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে গণমাধ্যমের দায়িত্ব তাই বেশি আর সে দায়িত্ব পালনে সংবাদকর্মীরা তখনই সফল হবে যখন গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্নটি কোনো তরফেই উপেক্ষিত থাকবে না।

কো-অর্ডিনেশন কমিটি আলোচনা সভা

আলোচনা সভা
২০২৫

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় কর্মচারী ভবনে। ২৩ ফেব্রুয়ারি, প্রসঙ্গ 'ক্রিপ্টো কারেন্সি' 'এক দেশ এক ভোট', 'বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপদ' বিষয়ে আলোচনা হয়। পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ দাস, যুগ্ম সম্পাদক দেব কুমার দত্ত এবং সভার সভাপতি ও সংগঠনের সভানেত্রী ছায়া মণ্ডল। এছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উদয়ন নিয়োগী ও অনাথ বন্ধু মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন বিভাগের নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

ক্রিকেটার সাগর আলিকে সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদ, মেমারি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ : মেমারিতে ফিরতেই সাগর আলিকে ঘিরে উচ্ছ্বাস মেমারিবাসীর। হুড খোলা জিপে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার পর সংবর্ধনা জানানো হলো বাংলার গর্ব সাগর আলিকে। মুম্বাইয়ের মাটিতে বিপুল জনপ্রিয় স্ট্রিট প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগের ফাইনালে রেকর্ড গড়লেন বাংলার ছেলে সাগর আলি। ৪৩৩ রান করে তিনি সিরিজ সেরা। বছর ২৭ এর এই সাগর আলি পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির কাশিয়ারা গ্রামের বাসিন্দা। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই আনন্দের হাওয়া বইতে শুরু করে মেমারিতে। তাঁর বাসভবনেও ছিল জনজোয়ার। এদিন বেলায় মেমারি সম্প্রীতি ঐক্যের সদস্যরা পৌঁছে গেল সাগর আলির বাড়িতে সেখানে তাঁকে উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক, মেমেন্টো দিয়ে শুভেচ্ছা জানান সংস্থা সভাপতি সেখ আসরাফুল ইসলাম।

রাজ্য বাজেট : উন্নয়ন বনাম জনপ্রিয়তা

হিরণ্য লাহিড়ী

এই বছরের (২০২৫-২৬) রাজ্য বাজেট পেশের সময় আরো দুটি ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রথমত, বাজেটের কিছুদিন আগেই অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। এর উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। আর দ্বিতীয় ঘটনাও যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (এবং সেটি সমগ্র ভারতের জন্য) তা হলো আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফর। প্রথম ঘটনাটি যেখানে মার্কেটের হাতে আর্থিক বৃদ্ধির রাশ ছেড়ে দিতে চায়, দ্বিতীয়টির অভিপ্রায় হলো আমেরিকাকে (বকলমে ট্রাম্পকে) কিছুটা তোষামোদ করে ভারতের প্রতিরক্ষাকে সুরক্ষিত করা, তাও আবার বাণিজ্য ঘাটতি এবং হ্রাসমান আয়ের মাধ্যমে। ভারত-আমেরিকার যৌথ বিবৃতি যেখানে সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং উন্নয়ন সম্বন্ধে নিশ্চুপ, অন্যদিকে এ বছরের রাজ্য বাজেট সংখ্যালঘুদের তোষণের ব্যাপারে দেশকে আলো দেখাতে পারবে।

বাজেটের ব্যয়ের দুটো দিক থাকে। একটি দেশের/রাজ্যের পুঁজি এবং ভবিষ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতাকে বাড়ায়। একে আমরা বলি ক্যাপিট্যাল এক্সপেন্ডিচার। অপরটি চলতি খাতে ব্যয় (যাকে বলা হয় রানিং এক্সপেন্ডিচার)। যার মাধ্যমে সরকার চালানোর ব্যয় এবং অন্যান্য দৈনন্দিন খরচ নির্বাহ হয়। বলা বাহুল্য, এই চলতি খাতে ব্যয়ের প্রভাব বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উৎপাদনে (অন্তত সরাসরি) বাড়ায় না। এই চলতি খাতে ব্যয়ের মধ্যেই পড়ে সব 'পাইয়ে দেওয়া'-র খরচ। এ বছর গত বাজেটের তুলনায় ১২ হাজার কোটি টাকা কম ধার্য করা হয়েছে ক্যাপিট্যাল এক্সপেন্ডিচারে। অন্যদিকে ৩০ হাজার কোটি টাকা অধিক ধার্য করা হয়েছে চলতি খাতে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করার চেয়ে সরকারি সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে জনগণের মন জয় করাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেটা আরো উদ্বেগজনক, বর্তমান আর্থিক বছরে (২০২৪-২০২৫) ক্যাপিট্যাল এক্সপেন্ডিচার-এর ধার্য করা অর্থ থেকে সাত হাজার কোটি টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। এর কুপ্রভাব অবশ্যই সুদূরপ্রসারী। অন্যদিকে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার-এর ক্ষেত্রে আড়াই হাজার কোটি টাকা এর মধ্যেই বেশি ব্যয় করা হয়েছে, ধার্যসীমার অতিরিক্ত। বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনকে সামনে রেখে বোঝা সহজসাধ্য যে রাজ্যের আর্থিক বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং পুঁজির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দায়িত্ব প্রাইভেট সেক্টর-এর হাতে রাজ্য তুলে দিতে চায়। এই বাজেটে সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্প, আশা কর্মীদের ফোন দেওয়া, খেলাধূলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

তবে নিঃসন্দেহে, ক্যাপিট্যাল এক্সপেন্ডিচার-এর মধ্যে 'নদী বন্ধন', 'বাংলার বাড়ি' 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান'-এর মতো উন্নয়নমূলক প্রকল্প অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী সুফল ফেলবে। 'পথশ্রী প্রকল্প', অন্যদিকে শিল্পকে আহ্বান জানানোর জন্য সহায়ক হবে যা এই বাজেটে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে, তবে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যে বরাদ্দ কমা হতাশাজনক। কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, রূপশ্রী এবং সবুজ সাথীর মতো প্রকল্পে বরাদ্দ কমেছে ভোটমুখী বাংলায়। ভবিষ্যতে ভোটের আগে এই সকল প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়া তাই অস্বাভাবিক হবে না।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেহাল দশা হলো তার ফিস্‌ক্যাল ডেফিসিট এবং সরকারি ঋণ। এই বাজেটে আমাদের ঋণের বোঝা, গত বছরের (২০২৪-২৫) তুলনায় ৬৫ হাজার কোটি টাকা অধিক বৃদ্ধি পাবে এবং ৮১ হাজার কোটি টাকা কেবল ঋণ শোধ করতেই যাবে ২০২৫-২০২৬ সালে। এই পরিসংখ্যান আন্ডার বায়াস বর্তমান। তার কারণ, আগামী বছর রাজ্য নির্বাচন। তাই বছরের শেষে ভর্তুকি বাড়বে বই কমবে না, যা ঋণের বোঝাকে বাড়াবে। বস্তুত, এই বোঝা কমবে যদি রাজ্যের জিডিপি বৃদ্ধির হার বাড়ে। তবে সে আশার গুড়ে-বালি। তার কারণ সরকার এই বছর (২০২৫) রাজ্যের জিডিপি বৃদ্ধিকে ৭.৬৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে এনে ৬.০৯ শতাংশ করেছে। আগামী বছরেও (২০২৫-২৬) বৃদ্ধির হার প্রত্যাশিত ৬.৮ শতাংশ-এর নিচেই থাকবে। তাই ঋণের দুই-চক্রের মধ্যে পড়ে যাওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের এই রাজ্যের।

ভাষা দিবসের প্রাক্কালে বই-এর প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক সুব্রত গুহ ২০০৪ সালে পরশ পাথর পাওয়ার মতো খুঁজে পেয়েছিলেন পাঁউশি অন্ত্যোদয় অনাথ আশ্রমের কর্ণধার বলরাম করণ-কে। মাত্র একজন ঠিকানাহীন অনাথ শিশুকে রাস্তা থেকে তুলে এনে ১৯৯৫ সালে ভূপতিনগর থানার পাঁউশি গ্রামে নিজের বাড়িতে গড়ে তোলা অন্ত্যোদয় অনাথ আশ্রমে তখন ২৬ জন অনাথের ভরণপোষণ আর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে গিয়ে নাভিশ্বাস অবস্থা। নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে বাড়ি বাড়ি লক্ষ্মীর ভাঁড় রেখে মুষ্ঠি ভিক্ষা করেও আশ্রম সুষ্ঠভাবে চালাতে পারছিলেন না। সাংবাদিক সুব্রত গুহ আশ্রম থেকে ফিরে আশ্রম নিয়ে ২০০৪ সালের ১৪ জুন 'আনন্দবাজার' পত্রিকার প্রথমপাতায় 'ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর ভাঁড় পেতে ভিক্ষার চালে বলরামের অনাথাশ্রম' শীর্ষক এক সংবাদ প্রতিবেদন লেখেন।

সেই সংবাদ শুধু রাজ্য, দেশ নয়, ভারতের সীমানা ছেড়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। দেশ বিদেশের প্রচুর শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক সাহায্য আর সহযোগিতায় আশ্রমের নিজস্ব মাথা গোঁজার পাকা ছাদ ছাড়াও চলার পথ মসৃণ হয়। একুশ বছর পর সেই বলরাম করণ আর অন্ত্যোদয় আশ্রমের গোড়ার দিক নিয়ে সাংবাদিক সুব্রত গুহের নতুন বই 'অনাথের ঠিকানা C/O বলরাম' বইটির শুভ উদ্বোধন হলো কলকাতার আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে ভাষা দিবসের প্রাক্কালে রাণুচ্ছায়া মঞ্চে। বইটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রাক্তন সহ অধিকর্তা ও বিশিষ্ট কবি অরবিন্দ সরকার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাচিক শিল্পী সত্যকাম বাগচী, এয়ারপোর্ট অথরিটির প্রাক্তন জিএম (ফাইনান্স) বাপ্পা চক্রবর্তী, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টের রাজ্য সম্পাদক দীপক রায়, বাচিক শিল্পী সহ অনেক গুণীজন। পাঁউশি অন্ত্যোদয় অনাথ আশ্রমের আবাসিক বালিকারা নৃত্য ও তরুণ উদীয়মান সঙ্গীতশিল্পী অরুনোদয় গুপ্তের সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিষ্ণুপদ ভুঁইয়া।

বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্রের কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্রের সপ্তদশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাগরী সভাকক্ষে রাজ্যস্তরের একদিনের কর্মশালা হয়ে গেল। এদিন বিভিন্ন ব্যক্তি কর্মশালায় পুরাতত্ত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। স্মারক সম্মান পেলেন বীরভূমের ড. আদিত্য কুমার মুখোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার লক্ষ্মীকান্ত পাল, হুগলি জেলার 'রূপশালি' পত্রিকার সম্পাদক রূপক সামন্ত। জীবনকৃতি সম্মান পেলেন হাওড়ার ড. শিবেন্দ্র মান্না। উপস্থিত ছিলেন ড. রূপেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন অজয়কুমার ঘোষ।

পিতৃহারা প্রিয়া মাহতোর পাশে সম্প্রীতি ঐক্য

নিজস্ব সংবাদ, মেমারি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ : বাবার মৃত্যুর পরে সৎকার কাজ মেটার আগেই পরীক্ষা কেন্দ্রে হাজির হলেন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সদ্য বাবা মারা গিয়েছেন। তবে বাবার স্বপ্ন ছিল পড়াশোনা শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াবে মেয়ে। এবারে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে হাজির হলেন এক পরীক্ষার্থী। নাম প্রিয়া মাহাতো। কোলেপাড়া কাঁঠালগাছি উচ্চ বিদ্যালয়-এর ছাত্রী। কিছুদিন আগেই কিডনির সমস্যাজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছিল বাবা রাজু মাহাতোর। তবে বাবার ইচ্ছে পূরণ করতেই নির্দিষ্ট সময়ে রসুলপুরের বৈদ্যডাঙ্গা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পৌঁছালো প্রিয়া। তার সহপাঠীরা সকলেই তার সফলতা কামনা করেছে।

তার এই অদম্য ইচ্ছেশক্তিকে কুর্নিশ জানাতে হাজির হয়েছিল মেমারি সম্প্রীতি ঐক্যের সদস্যরা। বিকালে প্রিয়া মাহাতোর বাড়িতে পৌঁছে যায় মেমারি সম্প্রীতি ঐক্যের সদস্যরা। সভাপতি সেখ আসরাফুল ইসলাম বলেন, কিছু খাদ্যসামগ্রী ও আর্থিক সাহায্য করা হয় প্রিয়া মাহাতোকে। আগামী দিনে তার উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব সম্প্রীতি ঐক্যের সদস্যরা নেবেন বলে জানা যায়।

অন্য সংস্কৃতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মিথে ঢাকা তারা

নয়ন কোনার

মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিয়ে বাঙালির চর্চায় দুটো ধারা আছে। একেবারেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রথম ধারায় পড়েন, এঁরা বাস্তবধর্মী চর্চায় আগ্রহী। দ্বিতীয় ধারাটি, দুঃখজনকভাবে, মূলধারা, এঁরা মিথ-আশ্রয়ী। এখানে বস্তুনিষ্ঠা, বিষয়নিষ্ঠা এবং বিচারনিষ্ঠা পরিহার করে কল্পনা ও বাস্তবের ককটেল সার্ভ করা হয়। আবেগের আতিশয্যে যুক্তি উদ্বায়ী হয়ে যায়।

কেমন সেই আবেগ? আমরা ছোটবেলায় শুনতাম, মধুসূদন ইংরেজি কাব্য লিখে বিখ্যাত হওয়ার বাসনায় ইংল্যান্ডে যান। সেখানে নাকি হিন্দু পরিচয় নিয়ে বিখ্যাত হওয়া অসম্ভব বুঝে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন, ইংরেজিতে কবিতা লিখতে শুরু করেন, আশানুরূপ সাফল্য পান না, দেশে ফিরে নাকি বাংলায় কবিতা লেখা 'শুরু' করেন, লেখেন 'মেঘনাবধকাব্য' এবং 'বিখ্যাত' হন।

মধুকবির সৃজনের টাইমলাইনটি এভাবে ওলট-পালট করে দেওয়া বোধহয় আমাদের পক্ষেই সম্ভব। ঘটনা হল, 'মেঘনাদবধকাব্য' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। মধুসূদন ইংল্যান্ড রওনা দেন ৯ই জুন, ১৮৬২ তে, সুয়েজ খাল তখনও তৈরি হয়ে ওঠেনি। ইংরেজিতে কাব্য রচনা করে অবশ্যই তিনি খ্যাতিমান হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওই কারণে বিলেত যাত্রা করেননি, গিয়েছিলেন ওকালতি পড়তে। তার আগে 'মেঘনাদবধকাব্য'-এর সাফল্য দেশে বসেই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছেন। খবর পাচ্ছেন তাঁর 'মেঘনাদবধকাব্য' প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করছে। আনন্দে উদ্বেল হয়ে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে চিঠি লিখছেন। সে চিঠির ছত্রে ছত্রে মিলটনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ঝরে পড়ছে।

তাঁকে ঘিরে থাকা মিথ কেবলমাত্র 'মেঘনাদবধকাব্য' নিয়ে থেমে থাকেনি। বাবা-মার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, রেবেকা-হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের টানাপড়েন, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর উত্তমর্ণ-অধমর্ণ সম্পর্ক থেকে শুরু করে একেবারে জীবনের প্রান্তবেলায় কাশীপুর রাজবাড়িতে তাঁর অবস্থান ও কাশীপুর-ত্যাগ নিয়েও অনেক রোমহর্ষক মিথ প্রচলিত আছে। এছাড়া তাঁর মদ্যপান, অমিতব্যয়িতা, বোহেমিয়ান জীবনযাপন এমনকি সৃষ্টিশীলতা নিয়েও মিথ কম নেই। যাঁরা সাধারণ পাঠক তাদের পক্ষে অর্থসত্যে ভরা এসব অ্যানেকডোট থেকে প্রকৃত মধুকবিকে চিনে নেওয়া কষ্টসাধ্য। আমরা তাঁর কাব্যকৃতিকে চিনে নেওয়ার চেষ্টা করব বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সেই বিশেষত্ব নিহিত আছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যসত্তার সমন্বয়ের মধ্যে।

মধুসূদন বাংলা কাব্যে প্রথম সার্থকভাবে প্রাচ্য রীতি ও পাশ্চাত্য রীতির মেলবন্ধন ঘটান। অপ্রাসঙ্গিক হলেও আরেকটি কথা বলতে হয়, ঠিক এই কাজটিই গদ্যে সার্থক ভাবে করেন বঙ্কিমচন্দ্র। দুজন যে বিপুল উত্তরাধিকার রেখে গেলেন তা এসে জমা হল রবীন্দ্রনাথের চিত্তভাণ্ডারে। তাতে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে উত্তুঙ্গ পর্যায়ে নিয়ে গেলেন।

কথা হচ্ছে, মাইকেল কিভাবে ঘটালেন এই সমন্বয়? তিনি কনটেন্টের জন্য হাত পাতলেন ভারতীয় সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডারে। এমনকি তাঁর ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ 'দ্য ক্যাপ্টিভ লেডি'র বিষয়বস্তুও ভারতীয় আখ্যান কাব্য থেকে নেওয়া। 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এর বিষয়বস্তু তো সকলেরই জানা।

আর ফর্মের দিক থেকে তিনি বেছে নিলেন পাশ্চাত্য রীতি। আনলেন সনেট, আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। পাশ্চাত্য মহাকাব্যের রীতি অনুসারে তাঁর মহাকাব্য শুরু হয় কাহিনীর মাঝখান থেকে। বীরবাহুর মৃতু হয় এমন অবস্থানে তাঁর কাব্যের উদ্বোধন, 'সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি/বীরবাহু।'

তারপরই মিলটনীয় শৈলীতে invocatio, মিলটন আহ্বান করেছিলেন মিউজ়কে, মাইকেল ডাকলেন দেবী সরস্বতীকে। কল্পনাকেও আহ্বান করলেন। এমনকি নয় সর্গে কাব্যকে বিভক্ত করার রীতিটিও পাশ্চাত্য থেকে অনুপ্রাণিত। বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত অর্থেই এই এক যুগান্তকারী ঘটনা।

কিন্তু এর মাঝেও ট্যুইস্ট আছে। কনটেন্টের দিক থেকে ভারতীয় হয়েও 'মেঘনাদবধকাব্য'-এ তিনি মায়া চরিত্রকে আনলেন। এ চরিত্র পুরোপুরি গ্রিক দেবীদের আদলে রচিত।

আবার, ফর্মে পাশ্চাত্যধর্মী হয়েও মাইকেল দেশজ শিকড় ছাড়লেন না। তাঁর সনেট পেত্রার্কের অনুগামী। আট লাইনের অক্টেভ এবং ছয় লাইনের শেস্টেটে বিধৃত। শেক্সপিয়ারের তিন কোয়ার্ট্রেন এবং এক কাপলেট শৈলীতে লেখেননি বললেই চলে। কিন্তু তিনি সনেটই লিখুন বা মহাকাব্যই রচনা করুন, অক্ষরবৃত্তের ৮+৬ চলন বরাবর অনুসরণ করেছেন, যা পুরোপুরি দেশীয়। তিনি পয়ারের বেড়া ভেঙেছেন, অন্ত্যমিল পরিহার করেছেন কিন্তু মিলটনের মতো iambic pentameter গ্রহণ করেননি।

যে চলনে কবি কৃত্তিবাস 'শ্রীরাম পাঁচালী' বা কাশীরাম দাস 'মহাভারত' লিখেছেন, ৮+৬=১৪ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত, যেমন 'ভরত কহেন ধরি রামের চরণ', বা, 'অলি হব কৃষ্ণপদে সেই অভিলাষ'—ঠিক একই শৈলীতে চলেছে মধুসূদনের সিংহভাগ সৃষ্টি। তিনটে অতি পরিচিত উদাহরণ দেওয়া যাক—

১) হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন (সনেট)

২) জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া (মেঘনাদবধ কাব্য)

৩) পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি (বীরাঙ্গনা কাব্য)

মিলটন থেকে তিনি অনেক কিছুই এনেছেন, সাজিয়েছেন বাংলা সাহিত্যকে। দুটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ হল মহাকাব্যিক উপমা (epic simile) এবং সম্বোধন অলংকার (apostrophe)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, apostrophe-র বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'সম্বোধন' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন জীবেন্দ্র সিংহ রায়, (শ্যামাপদ চক্রবর্তী এই অর্থালঙ্কারটির পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন 'সংবুদ্ধি' শব্দটি)। যেহেতু এটি পারিভাষিক শব্দ, তাই প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করে আমরা এর বিশেষার্থ মাথায় রাখব। দূরের কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে নিকটে অবস্থিত কল্পনা করে তাকে সম্বোধন করার অলংকার হল apostrophe বা সম্বোধন।

মহাকাব্যিক উপমা আলোচনা করার আগে দু-একটি কথা বলা দরকার। উপমার প্রাচুর্য মধুসূদনের কাব্যে যেমন দেখা যায় খুব কম কবির রচনাতেই তেমন পাওয়া যায়। সংস্কৃতকাব্যের সমঝদাররা কালিদাস্যের নাটক ও কাব্যে সার্থক উপমার বাহুল্যের জন্য একটি শব্দবন্ধ প্রায়শই প্রয়োগ করেন, 'উপমা কালিদাসস্য'। আমরা স্বচ্ছন্দে মধুসূদন সম্পর্কেও বলতে পারি 'উপমা মধুসূদনস্য'। ছত্রে ছত্রে 'যথা', 'যেমতি' প্রভৃতি শব্দকে অনুসরণ করে যেসব উপমা তিনি হাজির করেন তা একদিকে যেমন কাঙ্ক্ষিত রূপকল্পকে পরিস্ফুট করে, অন্যদিকে তেমনই পাঠককে তার চেনা জগতের পথ দিয়েই তাঁর সৃষ্ট জগতে পৌঁছে দেয়, যেন নিজেদের আমবাগানের পুকুর পাড়ে হাঁটতে হাঁটতে সটান নন্দনকানন পৌঁছে যাওয়া।

বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শুনে রাজসভায় ছুটে এসেছেন চিত্রাঙ্গদা। পরপর দুটো উপমা প্রয়োগ করেছেন মাইকেল :

১. 'হিমানীতে যথা/ কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী/লতা'

২. বিহঙ্গিনী যথা/যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া/শাবকে

চিত্রাঙ্গদার বাহ্য দশা এবং ক্ষতবিক্ষত মাতৃহৃদয় এর চেয়ে তীব্রতর ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হত না।

Epic simile তথা মহাকাব্যিক উপমা এই কাজটিই করে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে, গভীরতর দ্যোতনায়। একটি শব্দ, শব্দবন্ধ বা বাক্যের বদলে সেখানে একটি অনুপুঙ্খ বর্ণনা ব্যবহৃত হয়।

উপমান হিসেবে প্রযোজ্য ঘটনা/ বর্ণনা কেবল যে মূল কাব্যের পরিস্থিতিটিই ব্যাখ্যা করে তা-ই নয় উপমাটি একটি ব্যাপকতর দিক নির্দেশ করে।

'সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে
হৈমবতী-সুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর, কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা, শূর, শমীবৃক্ষমূলে।'

এখানে মেঘনাদের রণসজ্জা কেবল মাত্র পৌরাণিক কাহিনির কার্তিকের তারকাসুর বধের রণসজ্জা অথবা মহাভারতের আখ্যানে বর্ণিত গোধন রক্ষা করার জন্য বৃহন্নলাবেশ পরিহার করে অর্জুনের রণসজ্জার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তা-ই নয়। এর একটি গভীরতর ইঙ্গিত আছে। মেঘনাদ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রমোদভবনে নারীকুলের মাঝে। পৌরাণিক কাহিনির কার্তিকও ছিল কৃত্তিকাদের মাঝে, মহাভারতের অর্জুনও ছিলেন বিরাট রাজার অন্তঃপুরে রমণীদের সঙ্গে। মহাকাব্যিক উপমায় কোন দেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নিজে থেকেই অর্পিত হয়। রমণী সাহচর্যের আরাম ছেড়ে যুদ্ধের বিপন্নতায় ঝাঁপ দেওয়ার মধ্যে যে বীরোচিত সদাপ্রস্তুতি থাকে তা অবলীলায় ব্যক্ত হল।

সম্বোধন অলংকারের ছড়াছড়ি আছে মাইকেলের লেখায়।

'হায়, সূর্পণখা,/কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী/কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা/এ

—*এরপর চারের পাতায়*

অভয়া স্মরণে

রতন রায় চৌধুরী

পথেই আছি আমরা সবাই
ন্যায় বিচারের দাবিতে,
মানব হৃদয়ে বিরাজিছ তুমি
নয়তো শুধু ছবিতে।
শরীর তোমার ছিন্নভিন্ন
স্বৈরাচারী রাজ রোষে,
আমরা যারা ন্যায়ের পক্ষে
থাকবো না তো ঘরে বসে।
পলকা যাদের মেরুদণ্ড
অর্থ দিয়ে যায় কেনা,
শক্ত মোদের মেরুদণ্ড
লড়াইয়ের পথ ছাড়ছি না।

নিম্নচাপ

সুদীপা বসু

মেঘ কিন্তু উঠছে
ক্রমশ নিম্নচাপ ঘনীভূত হচ্ছে
কোথাও আলো নেই
শুধু-ই আঁধার

আমরা জেগে আছি
কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না
আমরা চেয়ে আছি
কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না
পাথরের থেকেও
কঠিন এ সময়।

এবার এই ঘনীভূত
নিম্নচাপের বুক চিরেই
বেরিয়ে আসবে
নতুন সকালের ঝলমলে আলো।

সৃজা

দেবব্রত হাতী

ছোট্ট সৃজা প্রকৃতির সঙ্গে মিশে
একটা ছাগলছানাকে আদর করে
কচি পাতা নিয়ে তার গালের কাছে
ধরে খাওনোর আপ্রাণ চেষ্টা করে।

মাতৃস্নেহ যেমন সন্তানকে আগলে রাখে
ছোট্ট সৃজা তেমনি ছোট ছাগলছানাকে
মাতৃস্নেহের পরশে আদর করে,
তার পায়ের ক্ষত পর্যবেক্ষণ করে।
মানুষ, প্রকৃতি, সৃজা একাকার হয়ে যায়
শান্তিনিবিড় গাছের তলায়।
মাতৃমন সৃজাকে একলা ছাড়তে চায় না
চোখে চোখে নজরে রাখে
প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে
ঐ সুন্দর মুহূর্তকে ফ্রেমবন্দি করে।
সৃজা এক অন্য জগতে হারিয়ে যায়
খেয়ালি মনে অন্য জগতে পাড়ি জমায়
প্রকৃতির মাঝে ছোট্ট পোষ্যকে জড়িয়ে ধরে
কিছুতেই ছাড়তে চায় না তার সঙ্গ।
শিশু সৃজা মনের আনন্দে খেলে বেড়ায়
নিস্পাপ শিশুর অনাবিল আনন্দে।
সেই ছবি মাঝে মাঝে ফিরে আসে
আমার মন-ক্যামেরার দৃশ্যপটে।

দেখতে রহ

সুদীপ বাগ

দেখানোর কিছু নেই
বোঝানোরও কিছু নেই
সবাই সবটা বোঝে
পাগলা কুত্তায় কামড়ালে
পাগলেও বোঝে
একটা কথা আছে না
'নিজের ভালো পাগলেও বোঝে'
জানি না পারি না বুঝি না এ সবই ভেক
নিত্য নতুন বাহানায় ঢপ
রঙ বদলায় রুচি বদলায়
এমন কি নিজের মুখও বদলে ফেলে
এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই
বিগড়ে যাওয়া পৃথিবীতে
এখন এটাই চল
এদের সামনে পিছনে বাঁধের উচ্ছ্বাস
এই বাঁধেই লুকানো আছে
ভাঙ্গনের ইতিহাস
চলন্ত রেলের গতি থামানো যাবে
কিন্তু এদের কড়িডোর ভাঙা যাবে না
এই দৃঢ় বিশ্বাসেই এত দম্ভ
তাই সবটাই এখন খামখেয়ালি নীতির কবলে
এত চিৎকার চেঁচামেচি হৈচৈ
সবার কানে কানেই বাজে
যত দিন না মানুষের ঘুম ভাঙছে
কিছু করার নেই
এই সময়টা কুম্ভকর্ণের
এখন ভাং খেয়ে নেশা ঘুম
এ নেশা ছুটে গেলে
ঘুম পাড়ানির ঘুমও ছুটে যাবে।

ভাষার টানে

শম্ভু ঘোষ

হস্তান্তরিত স্বাধীনতার
সাতাত্তর বর্ষ হয়েছে পার
কি ঘটেছে পদ্মানদীর
এ-পার আর ও-পার।

মাতৃভাষার আন্দোলনে
ছিল উত্তাল পূর্ব বঙ্গ
যারা ভারত ভাগ করেছে
তারা দেখলো বসে রঙ্গ।।

মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়ে
মায়ের বুকের দুগ্ধ পান
সন্তানদের মা ডাক শুনে
মাতা পিতার জুড়ায় প্রাণ।

মাতৃভাষা পাল্টে দিতে
পশ্চিম থেকে উর্দু আনে
রফিক, সালাম, আব্দুল, জব্বার
প্রাণ বলি দেয় ভাষার টানে।।

রাই

রীতাবসু (ধর)

সকল পাহারা ডিঙিয়ে
তোমার কাছে
যাবো ভাবি।
কখনো দূর থেকে দেখি
কুণ্ডতে সাজাই।

ঠাকুর ঘরে পটে তোমায় দেখি
ভালোবাসা নিয়ম মানে না।
প্রজাপতি, ভ্রমরের গুঞ্জনে
রাই মন জেগে ওঠে।

তিন কবিকে নিয়ে আলোচনা ও কবিতা পাঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ ফেব্রুয়ারি : কালীকৃষ্ণ মিত্র স্মৃতি রক্ষা পরিষদ, কবিতা ভবন-এর উদ্যোগে ২৩ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে হয়ে গেল সাহিত্যবাসর। দুটি পর্বে কবিতা পাঠ ও আলোচনা হয়। কবিতা পাঠ করেন মণিপুষ্পক খাঁ, তাঁর কবিতা নিয়ে আলোচনা করেন মৌসুমী নন্দী। আবৃত্তি করেন পিয়ালী গোস্বামী। কবি মিনতি গোস্বামী কবিতা পাঠ করেন, তাঁর কবিতা নিয়ে আলোচনা করেন তিতাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি অনিরুদ্ধ দত্ত কবিতা পাঠ করেন, তাঁর কবিতা নিয়ে আলোচনা করেন আবির্ভাব ভট্টাচার্য। সভায় সভাপতিত্ব করেন নিত্যানন্দ দত্ত, প্রধান অতিথি ছিলেন কবি নিয়াজুল হক, স্বাগত ভাষণ দেন অরুণাভ চক্রবর্তী ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন সজল রাজা।

—তিনের পাতার পর

মিথে ঢাকা তারা

ভুজগে?’

‘সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু, বিতর/জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে’

মধুসূদনের সবচেয়ে বড় বৈপ্লবিক কাজ হল রামায়ণের কাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গিকেই ১৮০ উল্টে দেওয়া। রাম-লক্ষ্মণ এখানে পূজ্য ঐশী সত্তা নন, সাধারণ মানুষ। লঙ্কাবাসীর নজরে বহিরাগত আক্রমণকারী। আর রাবণ-মেঘনাদ বীরশ্রেষ্ঠ। মেঘনাদের মৃত্যু এখানে ‘ধর্মের জয়-অধর্মের পরাজয়’ নীতিতে উপস্থাপিত নয়, বরং গ্রিক ট্র্যাজেডির শোকাবহ নিয়তির অমোঘতার দ্যোতক।

এ বিষয়ে সারকথা বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ—

‘কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙ্গিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি-সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ডলীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। ...যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।”

মধুসূদনের সাহিত্যকীর্তি আয়তনে ব্যাপক না হলেও এত গভীর যে স্বল্প পরিসরে কোন আলোচনায় তাকে ধরা সম্ভব নয়। আর একটি ব্যাপকতর মিথ তাঁর শব্দচয়ন। ‘মাইকেলি বাংলা’ শব্দবন্ধ চালু হয়ে গেছে, নামধাতুর প্রয়োগ এবং তৎসম শব্দের বাহুল্য এই রীতিটির পরিচায়ক। কিন্তু মাইকেল কি কেবলই তৎসম শব্দের কাঠিন্য আর নামধাতুর ধাক্কা? যে মধুসূদন তাঁর কাব্যে তৎসম শব্দের ফুলঝুরি ছুটিয়েছেন সেই মধুসূদনকে আমরা যখন লিখতে দেখি ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ এবং ‘একেই কি বলে সভ্যতা’-র মতো প্রহসন তখন দেশি শব্দের অজস্র প্রয়োগ দেখতে পাই। এমনকি তথাকথিত অশ্লীল শব্দও তিনি নির্দ্বিধায় প্রয়োগ করেছেন। ‘একেই কি বলে সভ্যতা’-য় মুটিয়াদের ভাষা স্মরণ করুন—

প্রথম—মর বেকুফ, ও হারামখোর বেটারগো কি আর দিন আছে? ওরা না মানে আল্লা, না মানে দ্যেব্তা।

দ্বিতীয়—লেকীন, ক্যেবল এস গরুখেগো বেটারগো দৌলতেই মোগর পোঁচঘর এত ফেঁপে ওটতেচে; সাম হলেই বেটারা বাদুড়ের মাফিক ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ে আর কত যে খায়, কত যে পিয়ে যায়, তা কে বলতি পারে।

এমনকি দুই নারী চরিত্রের নাম নিতম্বিনী এবং পয়োধরী! ভাবা যায়, এই একই কলম থেকে ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’ও সৃষ্টি হয়েছে!

শোনা যায়, নবদ্বীপের কোন এক বৈষ্ণব পণ্ডিত নাকি ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’ পাঠ করে কবিকে পরম বৈষ্ণব ভেবে আকুল হয়ে দেখা করতে যান। হোটেলে মধুসূদনকে বিজাতীয় বেশভূষায় দেখে তাঁর কালচারাল শক লাগে। প্রাথমিক ঝটকা কাটিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘বাবা, তুমি শাপভ্রষ্ট!’

মধুসূদনের জীবনযাপন, ধর্মান্তরিত হওয়া, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিতর্ক, এমনকি রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-মেঘনাদকে বেশি মহিমান্বিত করে দেখানো সবকিছু মিলিয়ে এক রহস্যময়তার সৃষ্টি করে। বিরোধীদের কেউ কেউ এমনও অভিযোগ করেন যে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি তিনি ততটা আস্থাশীল নন। এটি সবচেয়ে ভয়ানক মিথ।

এ অভিযোগ যে কতটা অসার তা তাঁর কাব্যকৃতির দিকে নজর দিলেই স্পষ্ট হয়। শেষ করব দুটো উদাহরণ দিয়ে। একটিতে রামায়ণ সংক্রান্ত ভাবনার সুস্পষ্ট বিবর্তন লক্ষ করা যায়।

রামায়ণ (চতুর্দশপদী কবিতাবলী)

সাধিনু নিদ্রায় বৃথা সুন্দর সিংহলে,
স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ-রূপ ধরি,
বসিলা শিয়রে মোর; হাতে বীণা করি,
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জ্বলে,
যাহে আজু আঁখি হতে অশ্রুবিন্দু গলে!
কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাদি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে!
দিব্য চক্ষুঃ দিলা গুরু, দেখিনু সুক্ষণে
শিলা জলে, কুম্ভকর্ণ পশিল সমরে
চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে
কাঁপায়ে ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভরে।
বিনাশিলা রামানুজ মেঘনাদে রণে
বিনাশিলা রঘুরাজ রক্ষোরাজেশ্বরে।

শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই কবিতা, ভাবনার এই রূপান্তর, ‘মেঘনাদবধকাব্য’-এর পরের প্রকাশ।

না, মধুকবি কোনদিন পর হয়ে যাননি, পর হতে চাননি। এক যুগসন্ধিক্ষণে তিনি দুই প্রাচীন সভ্যতার শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি নিয়ে মালা গেঁথেছিলেন। সে মালা বাংলা সাহিত্যের গলাতেই পরিয়ে দিয়ে গেছেন। সে মালা সমন্বয়ের। তাতে ধনী হয়েছি আমরা।

এবার শেষ কথা, যা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, জীবনভর যত দামালপনাই করে থাকুন না কেন, মধুসূদন শেষ পর্যন্ত আমাদেরই থেকে গেলেন। এই বাংলার, এই ভারতের।

নারিনু মা চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে,
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
এবে, ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে!
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গে, ভারতরতনে।

ঋণস্বীকার :

আশার ছলনে ভুলি : গোলাম মুরশিদ।

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাখি-চোখ-১১৬

রত্না রশীদ

ক’দিন ধরে মুখ বইতে (=(ফবু) একটি ছবি ভাইরাল, এক আর.পি.এফ (রেলওয়ে পুলিশ ফোর্স) মহিলা কর্মী শিশু সন্তানকে বুকে বেঁধে লাঠি হাতে ডিউটি দিচ্ছেন রেলস্টেশনে। আহা—বাহা—কেয়া বাত্ করে গগনবিদারী ‘মাতৃস্তুতি’ হাজারে হাজারে। মায়ের মত এমন সর্বংসহা পৃথিবীর কোথাও কেউ নেই। আমারও মা ছিলেন এবং নিজেও আমি ‘মা’। একপাশে ঝুঁকে পড়া এমনতরো মাতৃবন্দনা কিছুটি মাত্র না করে আমিও পমেটম করে মুখে ঘাড়ে মেখে নিতে পারতাম, বাধা দিতো না কেউ। বরং ‘দলে ভারী’ দলে স্বাগত হতাম। যা দিনকাল, হ্যাঁতে—‘হ্যাঁ’ আর নাতে ‘না’ জোকার দিলে ঠেলতে ঠেলতে সব সীমানার বাইরে বের করে দিয়ে একঘরে করে দেবে। শেয়ালের এক ‘রা’ হতে হবে কিন্তু, তবেই না উন্নয়ন গতি পেয়ে দৌড়বে!

যেটা বলছিলাম, ছবিটি দেখে সব কেঁদে হাপুস্! আহারে মায়ের কী কষ্ট! উপায় নেই তাই ক্যাঙারুর মতো বুকে সন্তান বেঁধে চাকরি করতে বাধ্য হয়েছে। পরিবার এবং সরকার সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়নি, তাই মেয়েদের এই দুর্দশা। এটাতো ঠিকই, পরিবার ও সরকারের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া সবার জন্যই উচিত, তবে কেবলমাত্র নারীর জন্যই নয়। শিশুর জন্য সবার আগে। সবার জন্যই।

তবে বলার কথা এটাই, এখন তো আর থালায় বসিয়ে গৌরীদান প্রথা নেই। মেয়েরা সাবালিকা হয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে। ভাইরাল হওয়া প্রদর্শিত ছবিতে মা-টি তো আবার কেন্দ্রিয় সরকারি চাকুরে। তিনি নিজের সংসার-সন্তান ও চাকরি এভাবে ল্যাজে গোবরে করে প্রদর্শন করে জনগণের সিমপ্যাথি আদায়ের চেষ্টা না করলেও পারেন। একজন যুবতী তাঁর দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে তাঁর পরিবার পরিকল্পনা করবেন না? সংসার মেরামত না করেই সন্তান এনে ফেলবেন? শিশুটির অসীম কষ্টের কারণ হবেন নিজের মা? সন্তানের কথা মায়ের কাছে গুরুত্বের না হলে পৃথিবীতে আর কার হবে? বলছি না, মায়েরা চাকরি করবেন না। দেশে ক্রেশ যখন নেই, একান্ন পরিবার যখন নেই, তখন নিজের উপার্জন থেকে খানিকটা দিয়ে একজন পালিকা-মা বহাল করা সম্ভব হতো। কিছুই যদি সম্ভব না হয়, সন্তান না আনাই ভালো। এমন মায়ের কাছে সন্তান গুরুত্বহীন, গুরুত্বহীন সরকারি চাকরিটাও। দুটোর জন্যই শ্রদ্ধার কমিটমেন্ট জরুরি। অন্যথায় না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে সমাজের ক্ষতি করে যাওয়া। (চলবে)

মন্তেশ্বরে সিপিআই(এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ২২ ফেব্রুয়ারি : সিপিআই(এম)-এর মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির মামুদপুর-১ শাখার প্রবীণ দরদী তালেব আলী মল্লিকের (৯৫) জীবনাবসান হয়েছে। বার্ধক্যজনিত কারণে এদিন ভোরবেলা বলিয়ারপুর গ্রামের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান সিপিআই(এম) নেতা অশেষ কোঙার এবং ওসমান গনি সরকার। স্থানীয় কবরস্থানে তাঁকে কবরস্থ করা হয়। তাঁর স্ত্রী আগেই প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন তিন পুত্র, পুত্রবধূ, একমাত্র কন্যা ও নাতি-নাতনী।

নাম/পদবী পরিবর্তন

☐ আমি Provas Saha পিতা Sudhir Saha গ্রাম-পোঃ মশাগ্রাম থানা-জামালপুর জেলা—পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪০১, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, পূর্ব বর্ধমানের নিকট ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম Provas Saha যা আমার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন নথিতে নথিবদ্ধ আছে। কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB41200 258487-এ আমার নাম Provas Saha-র পরিবর্তে Prabhas Saha নথিভুক্ত হয়েছে। Provas Saha ও Prabhas Saha এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের** উদ্যোগে
চারুকলা শিল্পী ও শিল্প সংস্থাদের অনুদান প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে চারুশিল্প (চিত্র, ভাস্কর্য, গ্রাফিক্স ও সেরামিক) চর্চারত গুণী শিল্পী - যাঁরা আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে পারছেন না,তাঁরা এই প্রকল্পে নিচের বিবরণসহ সাদা কাগজে লিখে অথবা টাইপ করে আবেদন করতে পারবেন।

১) নাম (২) বয়স (৩) পিতা / স্বামীর নাম (৪) স্থায়ী ঠিকানা এবং ফোন নং (৫) শিক্ষার্থী কাল থেকে শিল্পী জীবনের পূর্ণ বিবরণ (৬) ব্যক্তিগত বা যৌথ প্রদর্শনী করেছেন কিনা (বিবরণ সহ) (৭) নিজস্ব ও পারিবারিক মাসিক আয় (উপযুক্ত শংসাপত্র সঙ্গে দিতে হবে) (৮) আবেদনকারীর উপর নির্ভরশীল পরিবারের লোকসংখ্যা ও সম্পর্ক (৯) অন্য কোনো সংস্থা থেকে আর্থিক সাহায্য পান কিনা, পেলে তার বিবরণ (১০) আর্থিক সাহায্যের সদ্ব্যবহার কিভাবে করবেন (১১) ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টের বিবরণ (জেরক্স কপি জমা দিতে হবে) : ক) ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট নং (খ) নামের বানান (ইংরেজি) (গ) ব্যাঙ্কের নাম ও শাখা (ঘ) IFSC Code

• আবেদনপত্রের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালে সৃষ্ট শিল্পকর্মের আলোকচিত্র (কমপক্ষে ৫টি) এবং স্থানীয় লোকসভা বা বিধানসভার সদস্য / পৌরপ্রধান / জেলা পরিষদের সভাধিপতি / পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি / পঞ্চায়েত প্রধান অথবা কোনো গ্রুপ 'এ' ভুক্তগেজেটেড অফিসার -এর সুপারিশ জমা দিতে হবে। ভোটের সচিত্র প্রমাণপত্র / আধার কার্ডের জেরক্স কপি জমা দিতে হবে।

চারুশিল্প ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকৃত ও দুই বছরের বেশী সময় অনুশীলনরত / কর্মরত সংস্থাগুলিকে অনুদানের জন্য সর্বশেষ আর্থিক বছরের পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব সহ নিচের বিবরণ অনুযায়ী আবেদন করতে হবে।

১) সংস্থার নাম, স্থায়ী ঠিকানা এবং ফোন নং (২) সংস্থাটির নিবন্ধিকরণের নং ও বছর (জেরক্স কপি সহ) (৩) সংস্থাটি কত বছর কর্মরত (৪) কতজন শিল্পী, সংস্থায় কর্মরত (৫) নিজস্ব স্টুডিও আছে কিনা (৬) সংস্থার নিয়মাবলী ও বিভিন্ন পদাধিকারীর নাম, স্থায়ী ঠিকানা এবং ফোন নং (৭) অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর বিবরণ (প্রমাণপত্র সহ) (৮) সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় পর্যালোচনা, বিশিষ্ট সমালোচকদের সমালোচনা (প্রমাণপত্র সহ) (৯) পূর্বে সরকারী বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকলে তার পূর্ণ বিবরণ (১০) বর্তমানে যে প্রকল্পের জন্য আর্থিক অনুদান প্রয়োজন তার পূর্ণ বিবরণ (১১) সংস্থার ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টের বিবরণ ক) ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট নং (খ) নামের বানান (ইংরেজি) (গ) ব্যাঙ্কের নাম ও শাখা (ঘ) IFSC Code

• আবেদনপত্রে স্থানীয় লোকসভা বা বিধানসভার সদস্য / পৌরপ্রধান / জেলা পরিষদের সভাধিপতি / সংশ্লিষ্ট জেলা/ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক-এর সুপারিশ থাকতে হবে।

• অনুদান মঞ্জুর করার আগে বা পরে এবিষয়ে অনুসন্ধান করার অধিকার বিভাগের থাকবে। অনুসন্ধানকারী আধিকারিককে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা আবেদনকারীর নিকট প্রার্থনীয়।

• কোনো আর্ট স্কুল / কলেজ এই প্রকল্পের আওতায় পড়বে না।

যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র স্থানীয় জেলা/ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে জমা দেওয়া যাবে। এছাড়া সরাসরি সদস্য সচিব, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার চারুকলা ভবন, ১/১, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০ ঠিকানায় পাঠানো যাবে। দূরভাষ: (০৩৩)২২২৩৫৩১৭, দুপুর ১২.৩০টা সন্ধ্যা ৭.৩০টা।

উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রেই সকল তথ্য ও শিল্পকর্মের আলোকচিত্রসহ আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ দিন ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ | পশ্চিমবঙ্গ সরকার

R.O. Number 92(5)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : 21.02.2025

ফর্ম-৪, রুল-৮

নতুন চিঠি পত্রিকার প্রকাশ সম্পর্কিত ঘোষণা

১। প্রকাশের স্থান : ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন
পো: বর্ধমান ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১০১
২। প্রকাশের ব্যবধান : সাপ্তাহিক
৩। মুদ্রাকরের নাম : দিনেশ ঝা
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন
পো: বর্ধমান ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান,
সূচক-৭১৩১০১
৪। প্রকাশকের নাম : দিনেশ ঝা
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন
পো: ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান, সূচক-৭১৩১০১
৫। সম্পাদকের নাম : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন
পো: ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান, সূচক-৭১৩১০১
৬। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট
৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন
পো: ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান, সূচক-৭১৩১০১

আমি দিনেশ ঝা ঘোষণা করছি যে উপরে দেওয়া তথ্যাবলী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ স্বা: দিনেশ ঝা

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu)

E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

Editor : Jyotirmay Bhattacharya, Printed & Published by Dinesh Jha on behalf of Natun Chithi Trust from 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Printed at Natun Chithi Press with assistance of Sadhana Press 11, J. B. Mitra Road Burdwan-713104, Dist. Purba Bardhaman, Mobile : 9434251586,
Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-